২০/১০/২০০১

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ... ৮ ...

রাজশাহীর ৭ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগের সহস্রাধিক নেতাকর্মী বিতাড়িত

আনিসুজ্জামান, রাজশাহী থেকে ॥ শিক্ষানগরী রাজশাহীর অন্তত সাতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রলীগের (বা-অ) কয়েক সহস্রাধিক নেতাকর্মী বিতাড়িত হয়েছে। তারা এসব প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হল ও ছাত্রাবাসে অবস্থান করা তো দূরের কথা, ক্যাম্পাসে যেতেও সাহস পাচ্ছে না। বিতাড়িত ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নগরীর বিভিন্ন ছাত্রাবাস (মেস), আত্মীয়স্বজন কিংবা পরিচিত জনের বাসায় আশ্রয় নিয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, বিআইটি, নিউ গবঃ ডিগ্রী কলেজ, সিটি কলেজ ও রাজশাহী সার্ভে ইনস্টিটিউটের কোনটিতেই আওয়ামী লীগের শাসনামলে ছাত্রলীগের অবস্থান সংগঠিত ছিল না। ছাত্রশিবির ও জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলই এসব প্রতিষ্ঠানের ছাত্রাবাসগুলো তখন নিয়ন্ত্রণ করত। ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা এ সময়ে ছাত্রদল ও শিবিরের সঙ্গে কোন রকম বিবাদে জড়ানো দূরে থাক বরং আপোস-রফা করেই আবাসিক হল এবং হোস্টেলে অবস্থান করেছে। কিন্তু বিপত্তি বাধে ১ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনের ফলাফল চূড়ান্ত হবার পর। ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা স্বেচ্ছায় হল এবং হোস্টেল ত্যাগ করেও এখন নিস্তার পাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে ক্লাস করতে গিয়ে কিছুসংখ্যক নেতাকর্মী ছাত্রদল ও শিবিরের ক্যাডারদের হামলার শিকার হলে অন্যরা ভয়ে ক্যাম্পাসে যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে।

সূত্র জানায়, উত্তরাঞ্চলের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের অবস্থান ছিল এমনিতেই দুর্বল। তদুপরি মূল সংগঠন আওয়ামী লীগের নেতাকর্মী এবং প্রশাসনের মদদ না পেয়ে সংগঠিত হতে পারেনি। উপরন্তু সংগঠনটির বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি শাখাওয়াত হোসেন শফিক এবং সাধারণ সম্পাদক আহসানুল হক পিন্টুর দ্বন্দ্ব-সংঘাত নেতাকর্মীদের দু'ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি আবাসিক হলের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণ চলে যায় ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের হাতে। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর ছাত্রশিবির ও ছাত্রদলের ক্যাডাররা খুব সহজেই তাদের ক্যাম্পাস থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়। নগরীর অন্য প্রতিষ্ঠানগুলোতে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা মোটামুটি সংগঠিত হলেও ছাত্রদল ও শিবিরের ক্যাডারদের উপর্যুপরি হামলা, হুমকি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ফলে হোস্টেল ত্যাগে বাধ্য হয়। বর্তমানে তারা ক্লাস করতে এবং পরীক্ষা দিতে যেতেও ভয় পাচ্ছে। এসব ঘটনা সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখপূর্বক পুলিশের কাছে অভিযোগ করেও কোন ফল পাওয়া যাচ্ছে না বলে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা স্থানীয় মেট্রোপলিটন প্রেসক্লাবে এসে অভিযোগ করেছে।